



# ড্যাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর



JAGARAN ■ 28 May 2019

আগরতলা, ২৮ মে, ২০১৯ ইং ■ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সভাপতি পদে না থাকার সিদ্ধান্তে অনড় রাখল, ঘোরতর সংকটে কংগ্রেস

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী ।।  
**নয়াদিল্লি, ২৭ মে।** কংগ্রেস শীর্ষ নেতাদের নিজের বিকল্প খোঁজার দায়িত্ব দিতে চাইছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তিনি নাকি বলেছেন আমার বিকল্প খুঁজুন। সোমবার সকালে কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল ও কে সি ভেনুগোপালের সাথে বৈঠক করেন রাহুল। সেখানে দলের নতুন সভাপতি খোঁজার পরামর্শ দেন তিনি। কারণ এই বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, যে সভাপতি পদ থেকে সরছেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের বদল না বলেই কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। রাহুল গান্ধী স্পষ্টভাবে বলেছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হল সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে নতুন সভাপতি মনোনয়নের। রাহুল জানিয়েছেন, তিনি চাইছেন নতুন সভাপতি অবশ্যই যাতে হয় তাঁর পরিবারের বাইরে কেউ। বর্তমানে তাঁর পরিবারে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদর। তিনি এই দুইজন ছাড়া অন্য কাউকে যাতে দলের সভাপতি করা হয় সেই

বিষয়টিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলের পর দলের বিপর্যয়ের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন। ফলে পদ ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা তাঁর এই সিদ্ধান্তে সহমত নন বলেই খবর। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী

নতুন কোনও ব্যক্তি আসুক। সূত্রের খবর, রাহুলের এই ইচ্ছাতে সহমত তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী ও বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। প্রাথমিকভাবে তাঁরা রাহুলের ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিলেও, পরে বিষয়টি বোঝেন ও রাহুলের সঙ্গে একমত হন। যদিও শনিবারই

দলের থেকেও রাজনীতিতে ছেলেদের কেঁরয়ার দাঁড় করানোর চিন্তাভেঁমেই ভোটে কংগ্রেসের এই শোচনীয় ফল বলে মন্তব্য করেন। শনিবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক জকে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, সেখানে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক

জানা গিয়েছে। গোটা দেশজুড়ে দলের এহেন পরাজয়ের সমস্ত দায় চিন্তায় ঘাড় দিয়ে দলের সম্মিলিত থেকে পদত্যাগ করতে চান রাহুল। উল্লেখ্য, কংগ্রেস পরিবারতন্ত্রের বাইরে আসতে পারছে না বলে বিজেপি প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে যাচ্ছে। এদিকে, এ আই সি সির কমিউনিকেশন বিভাগের ইনচার্জ রণদীপ সিং সূর্যেওয়াল সোমবার এক প্রেস স্টেটমেন্টে জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে ২৫ মে। ওই বৈঠকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রুদ্দবার ওই বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃত্ব দ্বারা তাদের মতামত পেশ করেছেন। কিন্তু, ওই বৈঠকের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি সংবাদ মাধ্যমে নানা বক্তব্য উপস্থাপনা করা হচ্ছে যা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনুমাননির্ভর তথ্য উপস্থাপন করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সফলকর আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এ আই সি সির।



এতটাই ভেঙে পড়েছেন, যে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গেও তিনি দেখা করতে চাইছেন না। তাঁর যাবতীয় বৈঠক বা বাতিল বলেই ঘোষণা করেছেন রাহুল। তাঁর প্রতিপত্তি জগৎহরলাল নেহেরুর মৃত্যুবিরিকীতে শ্রদ্ধা জানান রাহুল। সোমবার সকালে সূত্র মারফত জানা যায়, পদত্যাগ এখনই করছেন না রাহুল, কিন্তু পদ ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন অনেকবার। তিনি চাইছেন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আসনে

পদত্যাগ পত্র দলের নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী, তবে তৎক্ষণাৎ দলের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে তা প্রত্যাখ্যান করেন বলে খবর। এদিকে, রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও কংগ্রেসের জন্য আত্মবিশ্বাস রাখার বৈঠকে লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবি দায় নিজের কাঁধে নিয়েও দলের প্রবীণ নেতাদের দোষ দেন রাহুল গান্ধী।

গেইলট এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের মতো প্রবীণ নেতাদের নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন রাহুল। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনে ৩০০টিরও বেশি আসন পেয়ে ফের ক্ষমতায় আসছেন নারেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে শোচনীয় অবস্থা কংগ্রেসের। এরপরেই জানা যায়, কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান রাহুল গান্ধী। সোনিয়া গান্ধীর উপস্থিতিতেই দলের কাছে রাহুল এই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বলে

### স্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে থানায় হাজির স্বামী, চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.) : ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীর মুণ্ডু কেটে তা নিয়ে স্টান থানায় হাজির হলেন স্বামী। এই ঘটনায় হতবাক হয়ে যান থানার সমস্ত পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার তোলাহাট থানা এলাকায়। পরে তোলাহাট থানার পুলিশ কর্মীরা অভিযুক্ত অভিভিৎ দাসকে নিয়ে পাথরপ্রতিমার লক্ষ্মী জ্ঞানার্দনপুর গ্রাম থেকে নিহত অশ্বা দাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ হতবাক হয়ে পড়েন। ঠিক কি কারণে স্ত্রীকে এই নৃশংসভাবে খুন করলেন ওই যুবক সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। সোমবার সকালে একটি ব্যাগ পিঠে করে নিয়ে পাথরপ্রতিমা থানায় হাজির হন অভিভিৎ দাস। সেখানে ডিউ টি অফিসারকে জানাই তিনি থানার বড় বাবুর সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু কি কারণে বড় বাবুর সাথে দেখা করতে চান সেটা জানতে চান কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তখনই ব্যাগ থেকে স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু বের করে পুলিশ কর্মীদের দেখান অভিভিৎ দাস। বলেন, “ স্ত্রীকে খুন করে মুণ্ডু কেটে নিয়ে এসেছি, আমায় গ্রেফতার করুন।” এই ঘটনায় থানায় থাকা সকলেই হতবাক হয়ে যান। সশ্রিত ফিরতেই অভিযুক্তকে আটক করে দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী। সেখানে গিয়ে বাড়ির পাশের জমি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হত অশ্বা দাসের গলাকাটা মুণ্ডু দেহ। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে বিষয়টি সমাধানে না জানলেও গ্রামে পুলিশ আসতে দেখে এ বিষয়ে জানতে পারেন। ঘটনার ভাবনাত হতবাক হয়ে যান। সশ্রিত ফিরতেই অভিযুক্তকে আটক করে দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী। সেখানে গিয়ে বাড়ির পাশের জমি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হত অশ্বা দাসের গলাকাটা মুণ্ডু দেহ। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে বিষয়টি সমাধানে না জানলেও গ্রামে পুলিশ আসতে দেখে এ বিষয়ে জানতে পারেন। ঘটনার ভাবনাত হতবাক হয়ে যান। সশ্রিত ফিরতেই অভিযুক্তকে আটক করে দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী।

## উদয়পুরে পৃথক স্থানে দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। উদয়পুরের মহাদেব দিঘিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার সকালে উদয়পুর মহাদেব দিঘিতে ভাসমান অবস্থায় ওই মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান এলাকার লোকজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। ঘটনাস্থলে এসে তাঁরা মহিলার দেহ মহাদেব দিঘি থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মহিলার পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি। উদয়পুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ময়না দস্তুরে জন্য। তাছাড়া মহিলার পরিচয় উদ্ধার করার পুলিশ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এদিকে, পুলিশ হেডকোয়ার্টার পাশে আর এফ টিলা রিজার্ভ এক গৃহ বধু ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এখনও দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে পুলিশের জন্য স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে গোপালি পৌঁছোয়। ঘটনা আত্মহত্যা নাকি খুন এখনও জানা যায় নি। মহিলার নাম ফুলন নাম (২৬) সরকার স্বামী তাপস সরকার। পেয়ারা গাড়ি চালক। স্বামী সকালে গাড়ি চালাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে দুপুরে দুই ছেলেকে ভাত খাওয়ার পর এই ঘটনা। পাশের বাড়ির লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে ওনাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজ করতে গেলে দেখতে পায় ফুলন শাড়ি দিয়ে ঘরের তীরে ঝুলে আছে। আর কে পুর মহিলা পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। মৃতদেহ মর্গে আছে। আগামী কাল

## নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বাড়ছে অভিযোগ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের মাত্রা ক্রমাশ্রমে বেড়ে চলেছে। এই অভিযোগে তুলে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিকের কথায়, জনভিত্তি হারিয়ে প্রতিহিংসায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে শাসক দল বিজেপি। তাই, সন্ত্রাস থামানোর জন্য বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন কেউ শুনছেন না। আজ আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে সুবল ভৌমিক গত কয়েকদিনে রাজ্যে সন্ত্রাসের তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে

সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে বহুবার। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের পর এমনভাবে সন্ত্রাস হতে দেখিনি কখনো। তাঁর দাবি, ১৩ মাসের রাজ্য পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে জনভিত্তি হারিয়েছে বিজেপি। তাই, সন্ত্রাস এখন তাদের কাছে মানুষের মুখ বন্ধ করার একমাত্র মাধ্যম। সুবল ভৌমিকের বক্তব্য, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষের সহানুভূতি থাকতেই পারে। কিন্তু, বিজেপি ছাড়া অন্য কোন দলের সমর্থকদের রাজ্যে থাকতে দেওয়া হবে, এমন মানসিকতা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ঙ্কর। তিনি বলেন, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের কারণে ৫৫০ জন কংগ্রেস কর্মী ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। তিনি আরও

জানান, ২৭ জন কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসারীণ রয়েছে। এছাড়া, প্রচুর বাড়িঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, বিজেপি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু, সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না। তাঁর কথায়, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সন্ত্রাস বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পুলিশকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু, সেই নির্দেশ পালন হয়নি। তাই, প্রদেশ কংগ্রেস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে বিপ্লব কুমার দেবকে পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে।

## খোয়াইয়ে হেরোইন উদ্ধার, ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। হেরোইন সহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস, ত্রিপুরা পুলিশ এবং স্পেশাল ট্রাফের যৌথ অভিযানে খোয়াই জেলার গণকি এলাকায় ১৫ গ্রাম হেরোইন সহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। আসাম রাইফেলসের তরফে জানানো হয়েছে, দেশা সামগ্রী বিক্রির খবর পাওয়া গিয়েছিল। সে মোতাবেক খোয়াই থানার পুলিশ এবং স্পেশাল রাইফেলসের সাথে নিয়ে অভিযানে নামে আসাম রাইফেলস। খোয়াই শহরের গণকিতে দমকল স্টেশনের কাছে তজাশি

## আমবাসায় আঙুনে পুডুল ডলফিন হোটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। অধিকাংশ পুডুে ছাই আমবাসা ডলফিন হোটেল। রবিবার রাত ২টা নাগাদ আচমকা ডলফিন হোটেল আঙুন লেগে যায়। হোটেলের পাশেই ছিল মালিক নবেন্দু দে এর বাড়ি। রাতে হঠাৎ আঙুনের লেলিহান শিখা দেখে চমকে উঠেন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় আমবাসা দমকল বাহিনীকে। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা পর আসে দমকল বাহিনী। ততক্ষণে ডলফিন হোটেলটির বিভিন্ন অংশ সোথেই ছিল একটি পানের দোকান। সেই দোকানটিও পুডুে ছাই হয়ে যায়। হোটেল ও দোকানের সাথে একটি গাড়িও পুডুে যায়। কিছুক্ষণ পর দমকল বাহিনীর কর্মীরা আসলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এক সাক্ষাৎকারে ডলফিন হোটেলের মালিক নবেন্দু দে জানান গুলারি রাতে হোটেল আঙুন লেগে যায়, কিভাবে আঙুন লাগে তা জানা যায়নি, এদিকে তিনি দমকল বাহিনীর কর্মীদের উল্লস নিয়ে খোব উগরে দেন। জানা

## বহুবিধ সমস্যায় ধুকছে স্কুল প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের টিলা বাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোমবার টিলাবাজার বাবুর বাজার সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ স্থলে এসে নিগৃহীত হয়েছেন গেলানোর রূপক ভট্টাচার্য। অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের দাবি একমাসের মধ্যে পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহত হয়। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের টিলা বাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি

### কৈলাসহর

শিক্ষক নেই। নেই পর্যাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক। খেলার মাঠ থাকলেও গেলানোর রূপক ভট্টাচার্য। অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের দাবি একমাসের মধ্যে পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহত হয়। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের টিলা বাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি

দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যায় ভুগছে। গত ১ বছর ধরে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান কারণে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাটে উঠেছে। বিষয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তরফে সহকারী জেলা শিক্ষা আধিকারিককে জানিয়েও ইতিবাচক কোন সাড়া পায়নি ছাত্রছাত্রীরা। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই ছাত্রছাত্রীরা সকাল ১০টা থেকে স্কুলের সামনে পথ অবরোধ করে। বৈশা দেউতা পর্যন্ত দপ্তরের কোন আধিকারিক কিংবা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে আসেননি। তাতে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভের মাত্রা আরও বেড়ে



ভারত ও বাংলাদেশে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোমবার আগরতলায় বৈঠক শেষে আধিকারিকরা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে। ছবি নিজস্ব।

## দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন, ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানকে কুর্গিশ জানাল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নেশা বিরোধী অভিযানে দারুণ প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে। আজ সে-কথা অকপটে স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার জেলা শাসক তথা উপ কমিশনার মহম্মদ তোফায়েল ইসলাম। তাঁর কথায়, ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানের কারণে নেশা সামগ্রীর চোরালান অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে, এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাননি। রাজ্য সরকারের নেশা সামগ্রী পাচার কঠোর অবস্থান খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে কুর্গিশ জানিয়েছেন তিনি। সোমবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে জেলা শাসক এবং জেলা কালেক্টর পর্যায়ের ক্রাসটার ফোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের মৌলভিবাজার, রাজমাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলার জেলা কালেক্টর সহ বিজিবি, রেব এবং বাংলাদেশে পুলিশ মিলিয়ে মোট ২২ জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে উক্ত, উনকোটি এবং ধলাই জেলার জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, বিএসএফ সহ পদস্থ আধিকারিকরা এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। আজ বৈঠক শেষে উক্ত জেলার জেলা শাসক সি কে জমতিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এনইটি বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, তার একটি রিপোর্ট আজ পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের তরফে ওই রিপোর্ট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি জানান, আজকের বৈঠকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশে ওই বিষয়গুলি নিয়ে একাধিক হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

সি কে জমতিয়ার কথায়, নেশা সামগ্রী পাচার, নারী ও শিশু পাচার, সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া, বর্ডার হাট ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাতে, উভয় দেশ ওই সমস্যাগুলি সমাধানে একে অপরকে সহযোগিতার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সীমান্তে পিলার সংস্থানের বিষয়েও উভয় দেশ একমত পেয়েছে। সি কে জমতিয়ার দাবি, দুই দেশের মধ্যে সৌভাভূত্বের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার বিষয়েও আলোচনা সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার উপ কমিশনার তথা জেলা শাসক মহম্মদ তোফায়েল ইসলাম ভারতের সাথে বৈঠকে আলোচিত বিষয়ে একমত বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এধরনের বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। তাঁর কথায়, সীমান্তে অপরাধজনিত সমস্যা দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাধান সম্ভব। তাছাড়া, সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া এবং সীমান্ত বাণিজ্য ও বর্ডার হাট নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মহম্মদ তোফায়েল ইসলামের বক্তব্য, দুই দেশের মধ্যে ছোটখাটো বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক নানা সময়ে পরীক্ষিত। তাই, এধরনের বৈঠক দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হলে ভুল বুঝাবুঝি অনেকটাই মিটবে। এদিন তিনি জানান, বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায় কোন উপগ্রহী য়াটি নেই। এ-বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কর্তৃক মহিউদ্দিনের দাবি, খাগড়াছড়ি কিংবা রাজমাটিতে স্বাধীনতার

## ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্তর মাপতে ও পাঠ্যক্রম নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। এবার রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রম বোঝার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে শিক্ষা দপ্তর। ৩ জন থেকে ৩৬ আগষ্ট পর্যন্ত ৪৪০০ সরকারী এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ১৮০টি মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণী স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রম বোঝার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্যে অনক

এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাতে, ৪৫০০ প্রধান শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও বিদ্যালয় পরিদর্শকরা ওই ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণে ভূমিকা নেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, আজ আটটি জেলায় এই লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এনসিইআরটি-র অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাঁদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। আগামীকাল থেকে প্রত্যেক

বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, টানা তিন মাস ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। তাঁর কথায়, ৩ জন থেকে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া চলবে। এরপর তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতেই বোঝা যাবে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্তর কতটা উন্নত হয়েছে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

















সোমবার নতুন দিশা অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রাজধানীতে। ছবি- নিজস্ব।

## ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে আছি হাজিরার জন্য সিবিআই-এর কাছে ৭ দিন সময় চাইলেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.): সোমবার সকাল দশটার মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তেলব সন্ত্বেও পুনরায় হাজিরা এতালেন রাজীব কুমারকে। সোমবার দুপুর দুটো পর্যন্ত সিবিআই দফতরে হাজিরা দেননি রাজীব কুমার। এমনিতেই যোগাযোগ করেননি তদন্তকারীদের সঙ্গেও পরে রাজীব কুমারের চিঠি নিয়ে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দফতরে যান দু'জন সিআইডি অফিসার। এরপরই সিবিআই সূত্রে জানা যায়, হাজিরার জন্য আরও ৭ দিন সময় চেয়েছেন রাজীব কুমার। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হাজিরার জন্য ৭ দিন সময় চেয়েছেন রাজীব কুমার। চিঠি মারফত কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে আছি তাই হাজিরার জন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হোক' সিবিআই সূত্রে খবর, গোটা পরিষ্কৃতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে দিল্লির সদর দফতরে।

## শঙ্খধ্বনি এবং সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যেই কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা দিলেন নরেন্দ্র মোদী

বারাণসী, ২৭ মে (হি.স.): বারাণসী গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বারাণসী থেকে গভাবারের চেয়ে এবার এক লাখ বেশি ভোট পেয়েছেন মোদী। আর তাই নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই তিনি জানিয়েছিলেন কাশীর বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানাতে যাবেন। সে মতোই এদিনের এই সফর। তার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিতে গান্ধীনগর গিয়েছিলেন। সোমবার বারাণসীতে গিয়ে শঙ্খধ্বনি এবং সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যেই কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা দেন ভারতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। শহরে পৌঁছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। হেলিকপ্টারে শহরের পুলিশ লাইনে এসে পৌঁছন তিনি। সেখান থেকে সড়ক পথে যান মন্দিরে। তাঁর সফর ঘিরে নিরাপত্তার বাড়তি বন্দোবস্ত থাকছে। পূজা দেওয়ারও কর্মসূচি ছিল তাঁর। ঠিক যেভাবে গভাবার নির্বাচনে জেতার পর পূজা দিয়েছিলেন এবারও সেভাবেই পূজা দেন তিনি। অনুগামীরা

যাতে পূজা দেখতে পান তার জন্য মন্দিরের বাইরে এলইডি স্ক্রিন বসানো হয়েছিল। বিজেপির পতাকায় ঢাকা পড়েছে গোটা শহর। তাঁকে দেখার জন্যে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। তাঁকে লক্ষ্য করে ফুল এবং গোলাপের পাপড়ি ছুড়ে দেন অসংখ্য মানুষ। এদিনই শহরে বিজেপি কর্মীদের সন্মিলন দেন তিনি। এবার ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ভোটে এখান থেকে জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গতবারের চেয়ে এই ব্যবধানটা প্রায় এক লক্ষের মতো বেশি।

## সুরাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়াল, হতাহত দু'জন

সুরাত (গুজরাট), ২৭ মে (হি.স.): আওন-আতঙ্কের পর এবার বাড়ির দেওয়াল ভেঙে বিপত্তি গুজরাটের সুরাতে। সোমবার সুরাতের ভেঙ্গু এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির দেওয়াল। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সুরাতের ভেঙ্গু এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি বাড়ির দেওয়াল। বিকট শব্দ শুনে ঘান্টাঘলে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়েই নিকটবর্তী থানায় উদ্বেগভীর হাজির হন। দেওয়াল ভেঙে পড়ার সময় ওই বাড়ির ভিতরে অন্ততপক্ষে দু'জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপর একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। কী কারণে ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়াল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই সুরাতের সারথানায় 'তক্ষশীলা' নামে একটি চার তলা বহুলতর ভয়াবহ আওয়াজে ওই অধিকাংশ কমপক্ষে ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। ওই বাড়ির দেওয়াল।

### বিজেপির বিক্ষোভের মুখে সৌরভ চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি, ২৭ মে (হি.স.): রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন চলছে তৃণমূলের পাটি অফিস দখল করে চলছে বিজেপি এবং সিপিএম। জলপাইগুড়িতে এরকমই এক দখল হয়ে যাওয়া পাটি অফিস উদ্ধার করতে এসে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়ে গেলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী। ভাঙুর করা হয় তাঁর গাড়ি।

রবিবার সন্ধ্যায় টেকটুলিতে বিজেপির দখল করা দলীয় শাখা অফিস উদ্ধার করে ময়নাগুড়ির জর্দা সেতু দিয়ে জলপাইগুড়ি ফিরিয়েলেন সৌরভ চক্রবর্তী। এনিয় পলিশ সুপারের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। এরপরেই একদল বিজেপি সমর্থক পুলিশের কাছে আসেন। সেসময়ই তারা সামনে সৌরভকে পেয়ে যান। তাঁর

গাড়ি ভাঙুর করা হয় বলে অভিযোগ। সৌরভের গাড়ি লক্ষ করে টিল ছোড়া হয় এবং তাতেই গাড়ির পেছন দিকের কাঁচ ভেঙে যায়। এনিয় ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল। ঘটনায় বিজেপির জেলা সম্পাদক বাণী গোস্বামী জানান 'তৃণমূল এখন অস্তিত্ব বিহীন। নিজেই এই ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের উপর লোভ চাপিয়েছে'।

## উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হারে দ্বিতীয় কলকাতা

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.): সোমবার ফল প্রকাশ হলো উচ্চমাধ্যমিকের। এবছরে পাশের হারে দ্বিতীয় স্থানে রইল কলকাতা। অন্যদিকে কলকাতাকে টেক্স দিয়ে এগিয়ে রইলো জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। এবছর পাশের হারে প্রথম হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, দ্বিতীয় কলকাতা, তৃতীয় স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং চতুর্থ স্থানে কালিম্পং। চলতি বছরে মোট পাশের হার ৮৬.২৯। ছেলেরদের পাশের হার ৮৭.৪৪। মেয়েদের পাশের হার ৮৫.৩০। পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, কালিম্পং-এ পাশের হার ৯০ শতাংশের বেশি। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সংযুক্ত বসু। অন্যদিকে, একাধারে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেউ বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্রী সংযুক্তা বসু। সংযুক্তার মোট নম্বর ৪৯৬। প্রাপ্ত নম্বরের হার ৯৯.২ শতাংশ। সংযুক্তার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে আছে তম্মাইক্যাপ, পূর্ব মেদিনীপুর, স্বপ্নীপ সাহা, কোচবিহার, মহম্মদ মাসুদ আখতার, দঃ ২৪ পরগনা, আনাতপ মিত্র, কোচবিহার, তম্মাই হাতি, স্বপ্নম নাথ কুম্বনগর কলেজিতে স্কুল। এবছর রেকর্ড গড়ে প্রথম দশের মেধা তালিকায় রয়েছে ১০৭ জন। কলকাতাকে দ্বিতীয়তে রেখে প্রথম হয়েছে জেনকিন্স স্কুল কোচবিহারের রাজর্ষি বর্মন ও বীরভূমের শোভন মণ্ডল। ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যুগ্ম ভাবে প্রথম শোভন মণ্ডল ও রাজর্ষি বর্মন। দু'জনের প্রাপ্ত নম্বর

# সিবিআইয়ের কাছে সময় চাইলেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.): কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার সোমবার সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দফতরে এলেন না। উল্টে দুই প্রতিনিধি পাঠিয়ে সিবিআইয়ের কাছে সময় চাইলেন। রবিবার লুকআউট নোটিশ জারি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজীব কুমারকে ফের ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দফতরে হাজির হন সিআইডি'র দুই অধিকারিক। তাঁরা সিবিআই অফিসারদের জানান, এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কাজে ছুটিতে রয়েছেন রাজীব কুমার। তাই, তাঁরা একটি চিঠি দেন। তার পর চল যান। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই চিঠিটি রাজীব কুমারের। সেই চিঠিতেই তিনি জানিয়েছেন পারিবারিক ওই ব্যস্ততা মিটেতে সময় লাগবে আরও তিন দিন। তাই তাঁকে যেন সিবিআই দফতরে যাওয়ার জন্য অন্য দিন নির্দিষ্ট করা হয়। এবং সেটা সাত দিন পর। এমনিটাই কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন সিবিআই অধিকারিকদের। সিবিআই অবশ্য তাকে সময় দেবার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। বরং রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের পথে তাঁরা হাঁটবে বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। তবে তাঁরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, সোমবার বিকেলেই ফের রাজীব কুমারকে জেরার জন্য তলব করে নোটিশ পাঠানো হবে।

সোমবার দুপুর পর্যন্ত সিবিআই দফতরে হাজির হননি রাজীব কুমার। রাজীব কুমারের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলেই তিনি কলকাতা ছেড়েছেন। তিনি বর্তমানে ব্যক্তিগত কাজে উত্তর প্রদেশে রয়েছেন। তবে সিবিআইয়ের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, রাজীব কুমার ঠিক কোথায় রয়েছেন, তা জানার চেষ্টা করছে সিবিআই। সেই কারণে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল বারাসত আপালতে হাজির হয়েছে। কারন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ধারণা, রাজীব কুমার আজ আবার বারাসত আপালতে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারেন। সিবিআইয়ের একটি দল ভবানী ভবনের সামনে অপেক্ষা করছে। রাজীব কুমারকে সিআইডি'র এডিভি পদে আবার ফিরিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। ফলে ভবানী ভবনে তিনি একজুও যোগ দিতে যেতে পারেন। সেই কারণে সেখানেও সিবিআইয়ের একটি দল হাজির হয়েছে বলে খবর। অন্য একটি দল পার্ক স্ট্রিটেও তাঁর বাড়ির আশেপাশে রয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ নাগাদ সিবিআইয়ের একটি দল লাউন্ড স্ট্রিটে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সরকারি বাসলাে ছুঁয়ে তাঁরা পৌঁছন ৩৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে হুইপারস কোয়ার্টার্সে। পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর ৩৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটের দোতলাতেই রাজীব কুমারের সরকারি আবাসন। সিবিআই সূত্রে খবর, ফ্লাটে রাজীব কুমার ছিলেন না, ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন। সূত্রের খবর, তাঁর পরিবারের সদস্যরা নোটিশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ফ্লাটের দরজাতেই ভিত্তি দেওয়া হয় সোমবারের হাজিরার নোটিশ। ইতিমধ্যে সিবিআই অধিকারিকদের কাছে খবর আসে, রাজীব কুমারকে ফের এডিভি সিআইডি পদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শেষ দফা ভোটের ঠিক আগে রাজীব কুমারকে এডিভি, সিআইডি পদ থেকে অপসারিত করে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। রবিবার আর্দ্র আচারবিধি মোড়ানো ফুরানোর পর নবাম তাঁকে পুরনো পদে ফিরিয়ে আনেন। এডিভি, সিআইডি হিসাবে রাজীব কুমারের অফিস ভবানী ভবনে। পার্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে সিবিআই অধিকারিকেরা রওনা দেন ভবানী ভবনের উদ্দেশ্যে। সেখানেও রাজীব কুমার ছিলেন না। সিআইডি-র কন্টোল রুমের নোটিশ জমা দিয়ে সিবিআই কমপ্লেক্সে ফেরেন সিবিআই অধিকারিকেরা।

সোমবার সকালে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে বারাসত আপালতেও তাঁর আইনজীবী পৌঁছননি। সিবিআই অধিকারিকদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টে সার্বী ট্যার আন্ড ট্রাভেলস এর মামলায় উপর ভিত্তি করেই পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ফলে, ওই মামলাটিতে জামিন নিতে হবে রাজীব কুমারকে। তাই বারাসত আপালতেই আগাম জামিনের আবেদন করতে হবে তাঁকে বারাসত আপালত সূত্রে খবর, বেনা একটা পর্যন্ত আগাম জামিনের আবেদনের সুযোগ পান রাজীব কুমার। সোমবার দুপুর

২টো পর্যন্ত যা খবর, রাজীব কুমারের আইনজীবী বারাসত আপালতেও আগাম জামিনের কোনও আবেদন জানাননি। তবে আপালতেই রয়েছেন সিবিআইয়ের লিগ্যাল টিমের সদস্যরা। আগাম জামিনের আবেদন করলে সিবিআই তার তীব্র বিরোধিতা করবে। কিন্তু বারাসত আপালতে এক বর্ষীয়ান আইনজীবীর মৃত্যুতে আইনজীবীরা কাজ বন্ধ রেখেছেন। কোনও আইনজীবী সওয়াল-জবাবে অংশ নেনেন না। তবে মামলাটি নথিভুক্ত করতে পারবেন রাজীব কুমারের আইনজীবীরা। সিবিআই কমপ্লেক্স সূত্রে খবর, তাঁরা গোটা পরিষ্কৃতির উপর নজর রাখছেন এবং সেই অনুযায়ী রিপোর্ট জমা দেবেন দিল্লির সদর দফতরে।

২০১২-১৩ সালে সারদা-রোজভালি চিৎফাঙ্গ কেলেঙ্কারি সামনে আসে। তদন্তের জন্য 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম' বা 'সিটি' গঠন করে রাজ্য সরকার। নেতৃত্বে ছিলেন তখনকার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চিৎফাঙ্গের তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। এরপর সুপ্রিম কোর্টে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ বিকৃতির অভিযোগ জমায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাজীব কুমারকে একাধিকবার সমনও পাঠায় তারা। তা এড়িয়ে যান রাজীব কুমার। এর পর ফের সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই। রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বৈষ্ণ। একইসঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে রক্ষাকবচও দেওয়া হয়। এরপর শিলংয়ে পাঁচদিন জেরা করা হয় রাজীব কুমারকে। ১৭ মে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খান কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। তাঁর রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেয় শীর্ষ আদালত। তবে, আইনি সহায়তার জন্য তাঁকে সাতদিন সময় দেওয়া হয়। সেই মেয়াদ শেষের আগে আগাম জামিনের চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু, আইনজীবীদের কম্বিরতির কারণে আপালতে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারেননি। সেজন্য তিনি ফের সুপ্রিম কোর্টে যান। আবেদনে জানান, আইনজীবীদের কম্বিরতির কারণে রাজ্যের আপালতগুলিতে কাজ হচ্ছে না। কিন্তু, অবশ্যকর্তার বৈষ্ণ জরুরি ভিত্তিতে সেই আবেদন শুনতে চায়নি। গুজ্রাবর শীর্ষ আদালতের অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। এদিন যে রাজীবকে গ্রেফতার করা হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়েই ছিল। আর সেই আঁচ পেয়েই রবিবার রাতে 'গা ঢাকা' দিয়েছিলেন ১৯৮৯ ব্যাচের দুঁদে আইপিএস অফিসার।

লোকসভা নির্বাচনের আগে চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি সিবিআইয়ের একটি দল রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে যায়। সেখানে কলকাতা পুলিশের বাধার মুখে পড়ে তারা। সারদা মামলায় রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গলে বেনিজিরভাবে কলকাতা পুলিশ আটকে দেয় সিবিআই অফিসারদের। বাড়িধাক্কা দিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। তারপরই গোটা বিষয়টি সিবিআই বনাম কলকাতা পুলিশ যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছায়। রাজীব কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতো বন্দোপাধ্যায় ধর্মতলায় ধরনায় বসেন। এই নিয়ে তুলকালাম ঘটে রাজ্য রাজনীতিতে।

শেষমেশ শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো শিলংয়ে রাজীবকে টানা জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। যদিও আইনি রক্ষাকবচ থাকায় তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি। কিন্তু এবারে সুপ্রিম কোর্ট সেই রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করায় বিপাকে পড়েন রাজীব। সারদা চিৎফাঙ্গ মামলায় নাম জড়িয়েছে কুপাল ঘোষ, তাপস পাল, সুদীপ বন্দোপাধ্যায়, মদন মিত্র সহ একাধিক তৃণমূল নেতার। অভিযুক্ত হিসেবে দীর্ঘকাল কারাবাসেও ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, রাহাববোয়ালদের আড়াল করতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে একাধিক প্রমাণ লোপাট করেছেন কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল রাজীব কুমার।

## ভোট পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত,বোমা, গুলি

কোচবিহার, ২৭ মে (হি.স.): ভোট পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত উত্তরবঙ্গে। উত্তপ্ত কোচবিহার। গুলিবর্ষ তৃণমূল কর্মী। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কর্মীকে গুলি করা হয়। আহত তৃণমূল কর্মী প্রসেনজিৎ শর্মা। জানা গেছে, আচমকা বাইকে এসে গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। আহত তৃণমূল কর্মী এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলছে চিকিৎসা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদহের কালিয়াচক অঞ্চল। রবিবার সন্ধ্যার পর একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। পরিষ্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বোমাবাজির জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন ২ জন। আহতরা মালদহ মেডিকেল চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের জানাচ্ছেন, দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। রবিবার বিকেলেই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার অকেজো হয়ে যাওয়ার জেরে গোটা এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই শুরু হয় বোমাবাজি। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তারা দু'জনেই পেশায় লিচু ব্যবসায়ী এবং তৃণমূল সমর্থক। কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

## বিগত পাঁচ বছরে কাশির সার্বিক প্রগতি করেছেন নরেন্দ্র মোদী : অমিত শাহ

বারাণসী, ২৭ মে (হি.স.): দু'-হাত তুলে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় বারাণসীর সাংসদ নির্বাচিত করেছেন পূন্যভূমি বারাণসীর জনগণ। বারাণসী থেকে নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত করার জন্য কাশির জনগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিগত পাঁচ বছরে কাশির সার্বিক প্রগতি করেছেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে বারাণসীতে দলীয় কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদই সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন আপনাদের হয়ে লোকসভা প্রতিনিধিত্ব করেন, এ জন্য আপনারা সত্যিই ভাগ্যবান'। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সম্ভবত বারাণসীই একমাত্র নির্বাচন, যেখানে মনোময়ন পত্র জমা দেওয়ার পর প্রার্থী আর আসেননি। এটা প্রতিশ্রুতি করেছিল যে ভোটারদের প্রতি মোদীজীর কৃতজ্ঞা বিশ্বাস রয়েছে। জনগণ দেশেছেন বারাণসীর বিজেপি কর্মীরা তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী) বলেছিলেন, ছয়ের পাঁচায়

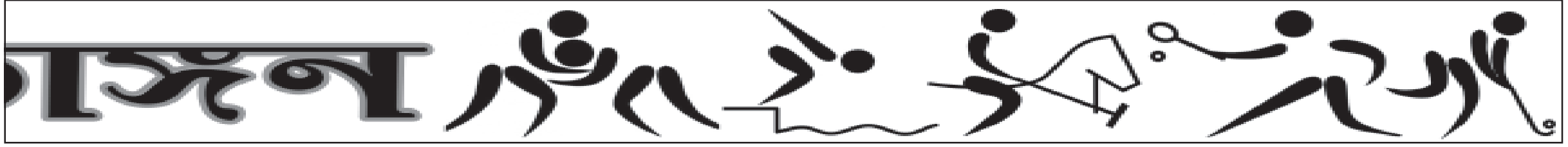


সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।









# ভারত ম্যাচে ঘাটতিগুলো দেখতে চায় বাংলাদেশ

ঢাকা। "জয়ের বিকল্প নেই", ভারত ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেলেন মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন। প্রবল কৌতুহলও জাগালেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। প্রজ্ঞতি ম্যাচে 'জিততে হবেই' মনোভাব সাধারণত থাকে না কোনো দলেই। সাইফের কথা শুনে হাসলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা, "বয়স কম তো, হয়তো এক্সট্রিমেন্ট থেকে বলে ফেলেছে।" বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ প্রজ্ঞতি ম্যাচে কার্ডিফে মঙ্গলবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বাংলাদেশ অধিনায়ক যা জানালেন, ম্যাচটি বাংলাদেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখছে, তবে সেই গুরুত্ব কেবল প্রজ্ঞতির দিক থেকে। কারণ সেরা দলের বিপক্ষে খেললে নিজেদের ঘাটতির জায়গা যে স্পষ্ট হয় অনেক সময়।

এমনিতে বাংলাদেশ ও ভারতের লড়াইয়ে এখন আর কোনো 'সাধারণ' ম্যাচ নেই। ক্রিকেটে দুই দেশ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তবে গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এই দুই দলের ম্যাচের মতো উত্তেজনা ক্রিকেট বিশ্বে খুব কম লড়াইয়েই ছড়িয়েছে। এবার প্রজ্ঞতি ম্যাচ বলেই হয়তো সেই উত্তেজনার আঁচ ছিল না ততটা। কিন্তু সোমবার দুপুরে কার্ডিফে সংবাদ সম্মেলনে সাইফের কণ্ঠে শোনা গেল বাঁজ "প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। গতকালকের ম্যাচটি যেহেতু বৃষ্টির কারণে খেলতে পারিনি, আগামীকালের ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ।



টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের বালিয়ে নেওয়ার আরেকটি সুযোগ পাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি ম্যাচই নিবেদনায় নিতে হবে। জয়ের বিকল্প নেই। কালকে আমরা প্রতিটি ক্রিকেটার জয়ের জন্য মাঠে নামব। সাইফের রুথার সুরে যে আশু ছিল, তাতে পুরোপুরিই জল ঢেলে দিলেন মাশরাফি। প্রজ্ঞতিটা পর্যাপ্ত হলেই খুশি বাংলাদেশ অধিনায়ক।

"এটার নাম প্রজ্ঞতি ম্যাচ কেন? কারণ এখানে প্রজ্ঞতিই সব। এসব ম্যাচে কি চাওয়ার থাকে? আমার মতে, মূলত দুটি ব্যাপার। প্রথমত, যদি কারও কোনো কিছু ইস্যু থাকে, সেটি ঠিক করা। আর, দল হিসাবে ঘাটতির জায়গাগুলো বোঝা।

কোথায় কাজ করা উচিত, কি ঠিক করা দরকার, এসব জানা।" "আমি যে মজা করে বলি, এসব ম্যাচে হারলেই ভালো, সেটার একটি সিরিয়াস কারণও আছে। হারলেই কিন্তু ভুলগুলো ফুটে ওঠে, ঘাটতি স্পষ্ট হয়।

গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে এই ভারতের কাছেই আমরা উড়ে গিয়েছিলাম প্র্যাকটিস ম্যাচে। ২০১৫ বিশ্বকাপের আগে সিডনির ক্লাব দলের কাছে চারটি ম্যাচ হেরেছিলাম। কিন্তু সেসব আমাদের উপকার হয়েছিল।" "দলের সঙ্গে থাকার নির্বাচক হাবিবুল বাশার তো মাশরাফির মতো গুরুত্ব দিতেও নারাজ এই ম্যাচে।

আমাদের মূল প্রজ্ঞতি আয়ারল্যান্ডেই হয়ে গেছে। আপনি যতো চেষ্টাই করেন, এখানকার এই প্রজ্ঞতি ম্যাচগুলোতে মূল ম্যাচের মতো আবেহ, উত্তেজনা, সিরিয়াসনেস আসবে না। সেটা উচিতও না। বরং কেউ যেন ইনজুরড না হয়, সেই খেয়াল রাখা জরুরি।"

"আমি মনে করি এই ম্যাচকে খুব সহজভাবে নেওয়া উচিত। একদম টেনশন মুক্ত থেকে মাঠে নামা উচিত। উইকেটে কিছু সময় কাটলে বা এখানে বোলিং করলে মাঠের স্বাদটা নেওয়া হলো, এতটুকুই যথেষ্ট।" চাপমুক্ত থেকে খেলার দিক থেকে ভালবে, প্রজ্ঞতি ম্যাচটি ভারতের বিপক্ষে না হলেই হয়তো ভালো হতো। দুই দলের

সাম্প্রতিক অতীতের কারণেই এই ম্যাচে জয়টা অনেকের কাছে মুখ্য। তবে মাশরাফি খুশি ম্যাচটি ভারতের বিপক্ষে হওয়াতেই। "প্রজ্ঞতি তো সত্ত্ব সেরাভাবেই নেওয়া উচিত। ভারত টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট দল। পারতপক্ষে কোনো ঘাটতি নেই তাদের দলে। এমন দলের বিপক্ষে খেললে নিজেদের অবস্থান জানা যাবে, দুর্বলতা ও ঘাটতি বোঝা যাবে, উন্নতির জায়গা বের হবে।"

"অবশ্যই আমরা চাইব না হারতো কিন্তু আসল ব্যাপার হলো প্রক্রিয়া। অনুশীলন করা। সেটি ঠিক করে যদি জয়ও আসে, তাহলে তো দারুণ। কিন্তু বেশি জরুরি, যত বেশি জন্মের সত্ত্ব অনুশীলন ভালো করা।"

# আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিল ইংল্যান্ড



লন্ডন। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের সবশেষ প্রজ্ঞতি ম্যাচে বড় জয় পেলে ইংল্যান্ড। ব্যাটে-বলে নিজেদের মেলে ধরে উড়িয়ে দিল আফগানিস্তানকে। লন্ডনে একপেশে ম্যাচে ৯ উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড। ১৬১ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে ১৯৫ বল বাকি থাকতে। কেনিংটন ওভালে সোমবার টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় আফগানিস্তান। শুরুতে ছেবল দেন জফরা আর্চার। দুই মিজল অর্ডার ব্যাটসম্যান হাশমতউল্লাহ শাহদি ও নাজিবউল্লাহ জাদরানের রান আউট বিপদ বাড়ায় আফগানদের। ৯২ রানে ৮ উইকেট হারানো আফগানিস্তানের সংগ্রহ দেড়শ ছাড়ায় মোহাম্মদ নবির দৃঢ়তায়।

দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরার আগে ৪২ বলে তিন ছক্কা ও ১ চারে করেন ৪৪ রান। মিজল অর্ডার ও লোয়ার অর্ডারে ছেবল দেন জো রুট। ২২ রানে ৩ উইকেট নেন এই অনিয়মিত স্পিনার। গতিময় পেসার আর্চার ও উইকেট নেন ৩২ রানে। ছোট সংগ্রহ নিয়ে লড়াই-ই করতে পারেনি আফগানিস্তান। দুই প্রান্তে বোলারদের ওপর চড়াও হন জেসন রয় ও জনি বেয়ারস্টো। ৭.২ ওভারে তুলে নেন ৭৭ রান। ২২ বলে ৩৯ রান করা বেয়ারস্টোকে ফিরিয়ে শুকুর জুটি ভাঙেন নবি। রুটকে নিয়ে বাকিটা সহজেই সারেন বেয়ারস্টো। ৪৬ বলে চার ছক্কা ও ১১ চারে ৮৯ রানে অপরাধিত থাকেন এই ওপেনার। তার সঙ্গে ৬৪ রানের জুটি গড়া রুট তিন চারে করেন

২৯ রান। আগামী বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবে অগতিক ইংল্যান্ড। একদিন পর অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: আফগানিস্তান: ৩৮.৪ ওভারে ১৬০ (জাজাই ১১, নুর আলি ৩০, রহমত ৩, শাহদি ১৯, আফগান ১০, নাইব ১৪, নাজিবউল্লাহ ১, নবি ৪৪, রশিদ ০, আফতাব ৬, দৌলত ২০); আর্চার ০/৩২, ওকস ০/১০, কারান ০/১৫, স্টোকস ১/১৪, রুট ৩/২২, মইন ১/৪২, রশিদ ০/২৫। ইংল্যান্ড: ১৭.৩ ওভারে ১৬১/১ (রয় ৮৯\*, বেয়ারস্টো ৩৯, রুট ২৯\*; হামিদ ০/২১, দৌলত ০/১৬, রশিদ ০/৩২, নবি ১/৩৪, আফতাব ০/২০, নাইব ০/৩৮) ফল: ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী

# চ্যাম্পিয়ন ইউভেস্তসের শেষটাও হলো হতাশায়

লিগ শিরোপা নিশ্চিত করার পর পথ হারানো ইউভেস্তসের মৌসুমের শেষটাও হলো হতাশায়। সেরি আয় নিজেদের শেষ ম্যাচে সাম্পদোরিয়ার কাছে হেরে গেছে টানা আটবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষের মাঠে রোববার স্থানীয় সময় বিকালে ২-০ গোলে হেরেছে ইউভেস্তস। ডিসেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের দেখায় ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলে দলটিকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল তারা।

টানা পাঁচ ম্যাচ জয়শূন্য থেকে এবারের সেরি আ শেষ করল সবচেয়ে ৩৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা। ইন্টার মিলান ও তোরিনোর সঙ্গে ড্রয়ের পর রোমার মাঠে ২-০ গোলে হেরেছিল আলেক্সি প্রিন্সিপ। আর গত সপ্তাহে আতালান্তার সঙ্গে ঘরের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল শিরোপাধারীরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ নয় ম্যাচে এই নিয়ে চারবার হারল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়া দলটি। ড্র করেছে চারটিতে, জয় মাত্র একটি। গত ম্যাচের দলে আটটি পরিবর্তন এনে খেলতে নামে ইউভেস্তস। ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে বিশ্রাম দেন কোচ। ছিলেন না আরেক ফরোয়ার্ড মারিও মানজুকিচও। তাতে ম্যাচজুড়ে আক্রমণভাগে বেশ ভুগতে হয় দলটিকে ম্যাচের প্রথম উল্লেক্সযোগ্য সুযোগটি পেয়েছিল স্বাগতিকরা। ৩৪তম মিনিটে আসরে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ২৬ গোল করা ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড ফাবিও কুয়াইয়েরেল্লার ভলি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বেঁচে যায় ইউভেস্তস। চার মিনিট পর গোলমুখে ফাঁকায় বল পেয়ে পাওলো দিবালার টোকা রুখে দেন ডিফেন্ডার সাল। শেষ দিকে দুই গোল খেয়ে বসে ইউভেস্তস। ৮৪তম মিনিটে ডি-বক্সে বল পেয়ে একজনকে কাটিয়ে কোনোকুনি শটে দলকে এগিয়ে দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড দুফাইল। আর যোগ করা সময়ে দারুণ ফ্রি-কিকে জয় নিশ্চিত করেন ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড কাপারারি তাতে হারের তেতো স্বাদ নিয়েই ইউভেস্তস কারিয়ারের ইতি টানতে হলো কোচ মাস্সিমিলিয়ানো আলেক্সি প্রিন্সিপ লিগে ইউভেস্তসের এটা চতুর্থ পরাজয়। ২৮ জয় ও ছয় ড্রয়ে ৯০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করল তুরিনের দলটি। ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে নাপোলি। ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে থেকে লিগ শেষ করল সাম্পদোরিয়া।

# সাইফের ছেলেবেলার স্বপ্ন ভারতের সঙ্গে খেলা

বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন থাকে সব ক্রিকেটারের। মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিনের সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার অপেক্ষায়। তবে তার আগেই আরেকটি স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে বাংলাদেশের অলরাউন্ডারের। প্রথমবার খেলতে নামছেন ভারতের বিপক্ষে। কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন বলতে এক সময় ভারত-পাকিস্তান লড়াই বা অ্যাশলেজের প্রসঙ্গ আসত।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার উঠতি ক্রিকেটাররা পরস্পরের বিপক্ষে খেলার স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠতেন। ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ছিল একই চিত্র। কিন্তু ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতকে হারানোর পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ লড়াইয়ে যে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে, সেটিরই প্রতিচ্ছবি যেন সাইফের এই স্বপ্নে। সাইফের কাছে প্রশ্নও ছিল ভারত-বাংলাদেশ লড়াই নিয়েই।

বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ প্রজ্ঞতি ম্যাচে কার্ডিফে মঙ্গলবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গত কয়েক বছরে এই দুই দলের লড়াই মানেই যে বাড়তি উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ, প্রজ্ঞতি ম্যাচে তার কতটা থাকবে? ম্যাচের অবস্থা যেটিই হোক, সাইফ নিজে যে দারুণ রোমাঞ্চিত, সেটি আলাহের হাতে। আমি চেষ্টা করব শতভাগ দেওয়ার।" নিজের পাশাপাশি দলের দিক থেকেও একটি প্রাপ্তির সুযোগ দেখছেন এই অলরাউন্ডার।

"যেহেতু ওদের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ আছে মূল টুর্নামেন্টের শেষের দিকে, এখানে ভালো কিছু করতে পারলে ওই ম্যাচেও আমাদের আয়বিশ্বাস ভালো থাকবে।

# শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রজ্ঞতি শেষ অস্ট্রেলিয়ার

ভালো শুরু পেলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানরা। তবে কেউই পারলেন না ইনিংস বড় করতে। তাই খুব একটা বড় হলো না লঙ্কানদের ইনিংস। মাঝারি রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখালেন উসমান খাওয়াজ। অবদান রাখলেন অন্য ব্যাটসম্যানরাও। জয় দিয়ে বিশ্বকাপের প্রজ্ঞতি শেষ করল শিরোপাধারীরা। সাউথাম্পটনে ৫ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার ২৩৯ রান পেরিয়ে গেছে ৩১ বল বাকি থাকতে রোজ বৌলে সোমবার টস জিতে ব্যাট নেয় শ্রীলঙ্কা। প্রথম আট ব্যাটসম্যানের সবাই যান দুই অঙ্কে। বিশেষ ঘর ছাড়াতে পারেন কেবল দুই জন, ওপেনার লাহিরু থিরিমায়ে ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা সেভাবে দলকে টানতে পারেননি কেউ। পঞ্চাশ ছোঁয়ার পর কিছুক্ষণ টিকেনি থিরিমায়ে। ৭ চারে ৫৬ রান করেন এই ওপেনার। মিজল অর্ডারে রানের গতিতে দম দেওয়ার চেষ্টা করা অলরাউন্ডা ডি সিলভা ৪১ বলে করেন ৪৩ রান।

নয় বোলার ব্যবহার করেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক অ্যানরন ফিঞ্চ। তাদের অর্ডারই পান উইকেট রান তাড়ায় দ্রুত ফিরেন ফিঞ্চ। এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে টানেন খাওয়াজ। থিতু হয়ে ফিরেন শন মাল। প্রমোশন পেয়ে উপরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি দুই অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাকগুয়েল ও মার্কাস স্টয়নিস দলকে জয়ের কাছে নিয়ে জেফরি ভান্ডারসের বলে স্টাম্পড হয়ে ফিরেন খাওয়াজ। ১০৫ বলে খেলা তার ৮৯ বলের ইনিংস গড়া মাত্র তিনটি চারে। প্যাট কামিন্সকে নিয়ে বাকিটা সারেন অ্যালেক্স কেয়ারি দুই প্রজ্ঞতি ম্যাচে জিতল অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা হারল দুই ম্যাচেই। আগামী শনিবার বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। একই দিন নিউ জিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ২৩৯/৮ (থিরিমায়ে ৫৬, করনরাজে ১৬, কুসল পেরেরা ১২, কুসল মেন্ডিস ২৪, ম্যাথিউস ১৭, জিবন ২১, ডি সিলভা ৪৩, থিসারা ২৭, লাকমল ৭\*, সিরিবর্না ৪\*; স্টার্ক ১/৩৮, কামিন্স ১/২৩, রিচার্ডসন ১/৫২, ম্যাকগুয়েল ১/১৪, স্টয়নিস ০/১১, জাম্পায়া ২/৩৯, লায়ন ১/৪৮, স্মিথ ১/৯) অস্ট্রেলিয়া: ৪৪.৫ ওভারে ২৪১/৫ (ফিঞ্চ ১১, খাওয়াজ ৮৯, মার্শ ৩৪, ম্যাকগুয়েল ৩৬, স্টয়নিস ৩২, কেয়ারি ১৮\*, কামিন্স ৯\*; লাকমল ০/২৬, প্রডিপ ১/২৮, জিবন ০/৫৪, থিসারা ০/৫৫, ডি সিলভা ১/১৭, ভ্যান্ডারসে ২/৫১, সিরিবর্না ১/২৮) ফল: অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী



## এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায় টাটকা

## খবর, সাথে থাকছে ভিডিও

## প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে দেখুন

# www.jagarantripura.com

••• যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে •••





সোমবারের বৃষ্টিতে ব্যাহত সাধারণ জনজীবন। ছবি- নিজস্ব।

**ধর্মনগরে বিজয় উৎসব**

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে। কিছুটা পরে হল বিজয় উৎসব ধর্মনগরে। মহিলা পুরুষ গেরুয়া রঙে আবৃত হয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলল রঙের ধারা। বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন জানান, শুক্রবারই এই উৎসবে সবার অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু প্লাবনে ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজবাড়ি বালিকা বিদ্যালয়, ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়, টঙ্গিবাড়ি পঞ্চায়েত অফিস এবং টঙ্গিবাড়ি অসন্নওয়াড়ি সেন্টার চারটি শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসনিক রাজনৈতিক প্রত্যেকের নিজের ঘর সংসার ছেড়ে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে। এখানে বিভিন্ন দিকে জনের প্রকোপ কমে গেছে। সবাই যার যার নিজের গৃহে প্রবেশ করেছে। সবার মনেই খুশির জোয়ার দেখা যাচ্ছে- তাই সবাইকে নিয়ে সোমবারবিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব বন্ধু সেন সেন আরও বলেন, দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিন্ডব কুমার দেবকে নিয়ে অনেক কুরচিকির মন্তব্য করেছিল, তারা তার মখা জবাব পেয়ে গেছে। বিরোধীরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে। ধর্মনগরে ভোটের ব্যবধান সাড়ে সাত হাজার থেকে বেড়ে পনের হাজারের উপর হয়েছে। মানুষ সরকারের কাজে খুশি।

**মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও কেল্লা ফতে সত্যমের**

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.) : মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থানধিকারী সত্যম ডাক্তারি পড়তে চায়। ফল প্রকাশ হবে আগামী ৫ই। সোমবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর অভিনন্দনের বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল সত্যম। যাদবপুর বিদ্যা পীঠের পড়ুয়া হিসাবে বসেছিল পরীক্ষায়। মাধ্যমিকে ওই স্কুল থেকেই হয়েছিল যষ্ঠ সোমবার হিন্দুস্থান সামাচার-কে সত্যমের বাবা সৌম্য কর জানান, “আমরা এত আনন্দিত, বলে বোঝাতে পারব না।” কলকাতার উপরন্তু মহামায়াতলায় জে আর যোগ গার্ডেনে থাকেন গৌতমবাবু। কাজ করতেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডে। অবসর নিয়েছেন ২০১৭-র জানুয়ারিতে। স্ত্রী হোম-ম্যানেজার। এমবিবিএসে ভর্তি ব্যাপারে আশাবাদী সত্যম। কোনও কারণে সুযোগ না পেলে? তাঁর দৃষ্ট উত্তর, “আগামী বার তাহলে আবার বসব ভর্তির পরীক্ষায়। কারণ, ডাক্তারিই পড়ব আমি।” পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আগ্রহ গল্পের বই পড়ায়। এদিক থেকে বেশি পছন্দ শরৎচন্দ্র, শার্লক হোমস, প্রোফেসর শঙ্কু ও ফেলুদার সিরিজ। আর পড়ার পাশাপাশি বেশি পছন্দ দাবা আর ক্রিকেট। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে রীতিমত রুটিন করে পড়ত। অতটা রুটিন করে পড়া উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ হয়নি। যখন, যে রকম ইচ্ছে বা প্রয়োজন সে ভাবে পড়েছে। এ বার সত্যমের নম্বর হয়েছে ৪৯১, অর্থাৎ ৯৮.২ শতাংশ। পাঁচটা বিষয়ে ৯০ শতাংশের ওপর নম্বর। এ বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশে সত্যম সুযোগ পাওয়ায় খুশি যাদবপুর বিদ্যা পীঠ ও। কারণ, মাধ্যমিকে এ শহরের মধ্যে একমাত্র এই স্কুল থেকেই তালিকায় সফল ছাত্রের নাম রয়েছে।

**সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ আগরতলা প্রেস ক্লাবের**

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় বিভিন্ন এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক প্রেস বিবৃতিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার ত্রিপুরায় বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি বিবৃতিতে দাবী জানিয়েছেন, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় জড়িতদেরকে দ্রুত গ্রেফতার করতে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রতিটি ঘটনার পর আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফে

সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোন সাংবাদিক যেন প্ররোচনার হাঁদে পান না সেরেই আহ্বানও জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। মূলত, বর্তমানে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সমস্যার ঘটনায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দুঃস্থকর্তাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন একাধিক সাংবাদিক। আবার অনেক সাংবাদিকের বাড়িতেও আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি খোদ আগরতলা শহরেও সাংবাদিকের বাড়িতে দুঃস্থকর্তাদের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফে এই বিবৃতি প্রকাশ করার পর রাজ্যের সাংবাদিকরা স্বস্তি পেয়েছে। বিশেষ করে যারা শ্রমীণ এলাকায় কাজ করেন, তাঁরা এখন নির্ভয়ে কাজ করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

**ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ আইএস-এর দায় স্বীকার**

ঢাকা, ২৭ মে (হি.স.) : ঢাকার মালিবাগে পুলিশের একটি গাড়ির কাছে বিস্ফোরণের ঘটনার দায় স্বীকার করেছে তথাকথিত ইসলামিক স্টেট বা আইএস। রোববার রাত ৯টার দিকে ওই বিস্ফোরণে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা ও একজন রিকশাচালক আহত হন। ইসলামিক স্টেট গ্রুপের কর্মকর্তা নজরদারি করে, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাইট ইন্টেলিজেন্স জানিয়েছে, আইএস ওই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। টুইটারে সাইট ইন্টেল গ্রুপের অ্যাকাউন্ট থেকে এই দায় স্বীকারের কথা জানিয়ে টুইট করা হয়েছে। ইতিপূর্বে গত ২৯ এপ্রিল ঢাকার গুলিভাঙ্গা ককটেল বিস্ফোরণে তিন পুলিশের আহত হওয়ার ঘটনাস্থলেও কথিত ইসলামিক স্টেট গ্রুপ দায় স্বীকার করেছিল। পুলিশ তখন আইএসের দাবির বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছিল। গতকাল বিস্ফোরণের ঘটনা যেখানে ঘটেছে, তার পাশেই রয়েছে

অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান কার্যালয়। গুলিভাঙ্গার ঘটনার পর মালিবাগে গত রাতে আবারও পুলিশকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো। মতিঝিল থানার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার শিবলি নোমান জানান, মালিবাগে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের একটি গাড়ির কাছে রাত ৯টার দিকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তখন কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক বিভাগের একজন নারী এসএসআই পায়ের এবং একজন রিকশাচালক মাথায় আঘাত পান। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই সময় পুলিশের ওই গাড়িতে আঙুন ধরে যায়। পরে কাছের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের সরঞ্জাম এনে আঙুন নেভানো হয়। কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) প্রধান মনিরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের বলেছেন, রাজধানীর মালিবাগে মোড়ে পুলিশের গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেয়া হচ্ছে। মনিরুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সূনির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। বিস্তারিত দেখার পর বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন, বিস্ফোরণটি ছুড়ে মারা হয়েছে, নাকি আগে থেকে প্রায় করে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, এখানে পাশেই রয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান কার্যালয়। এই মোড়ে সবসময় পুলিশের গাড়ি স্ট্যান্ডবাই থাকে। বিস্ফোরণটি যখন ঘটনাস্থলে ডিউটিতে ছিলেন। বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন পুলিশ সদস্য ও একজন রিকশা চালক আহত হয়েছে।

**এবার ‘ডে স্কুল’ তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা**

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.) : মেয়েদের পর এবার ছেলেদের জন্য ‘ডে স্কুল’ তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভার। ভবানীপুরের মদনমোহন মালব্য সরণির পুরসভার স্কুলে করা হবে এই ‘বয়েজ ডে স্কুল’। ইতিমধ্যে মেয়েদের জন্য উত্তর কলকাতায় কাশীশ্বরী স্কুলটিকে ‘ডে স্কুল’ করার কাজ শুরু করেছে পুরসভার শিক্ষা দফতর। পুরসভার আধিকারিকদের একাংশের মতে, শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার পরই মেয়র পরিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। পুরসভার স্কুলের মান উন্নয়নের পাশাপাশি আবাসিক স্কুলের ওপর জোর দেন। কাশীশ্বরী স্কুলটিকে মেয়েদের ডে স্কুল করার উদ্যোগ নেন তিনি। ওই স্কুল কয়েকটি ঘর ভাড়া নিয়ে চলছিল। ওখানে ডে স্কুল করার ক্ষেত্রে জায়গা পাওয়াটা সমস্যা হয়ে যায়। ওই স্কুলবাড়ির মালিকের সঙ্গে কথাবার্তার পর ওই জমি কিনে নেয় পুরসভা। তার

পরেই শুরু হয় মেয়েদের প্রাথমিক ডে স্কুল নির্মাণের কাজ। সেখানে ১০০ পড়ার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। পুরসভার শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, সকাল ৭টার মধ্যে শিশুদের স্কুলে চুকে পড়তে হবে। সকালে প্রাতঃরাশ থেকে শুরু হবে স্কুলের দিন। তার পর চলবে পড়াশোনা পর্ব। রুটিন মেনে হবে ক্লাস। দুপুরে খাবারের পর সাময়িক একটি বিরতি থাকবে পড়ুয়াদের। তার পর আবার রুটিন অনুযায়ী ক্লাস চলবে। সঙ্গে ৬টা পর্যন্ত পড়ুয়ারা স্কুলেই থাকবে। পড়াশোনার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো, সব কিছুই আয়োজন রাখা হবে। তিনি জানান, পুরসভার ডে স্কুলে মূলত সেই সব শিশুকে রাখা হবে, যাদের মা, বাবা দু’জনেই সকাল হলে কাজে বেরিয়ে পড়েন। ছোটদের দেখাশোনার কেউ নেই। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য উত্তর কলকাতায়

**বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে আঙুন এলাকায় ক্ষোভ**

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা বিদ্যুৎ দফতর এলাকা বাসীদের দাবী না শোনায় অপলোডেই রক্ষা পেল গোটা এলাকা। ঘটনাস্থল সোমবার বিকেলে তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার করইলং স্থিত ১নং ওয়ার্ডে। এদিন চারটে নাগাদ করইলং শিশু বিহার এলাকায় আচমকা বৈদ্যুতিক খুঁটির তারে আঙুন লেগে যায়। দীর্ঘক্ষণ আঙুন জ্বলতে থাকে। আঙুনের বিদ্যুৎ গুলি তারের নিচে থাকা বাড়ি ঘর সহ লোকনের চালে পড়তে থাকে। পরে দমকল কর্মীরা ঘটনা স্থলে এসে আঙুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এদিকে এলাকাবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিলোপুর এলাকাতে থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোজন গ্রাম পাহাড়ের নিয়মনীতি অনুসারে কারেন্ট পাচ্ছে। তাই পুর এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সংযোজনের দাবী রাখলে কয়েক দশক ধরে তাত পুরণ হয়নি বলে অভিযোগ।

**ফটিকছড়ায় মিঠু ভৌমিক হত্যা মামলায় আরও চারজন গ্রেপ্তার**

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে। ভাটি ফটিকছড়ায় মিঠু ভৌমিক হত্যাকাণ্ডে আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডে মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। লেফুসা থানার ওসি নকুল দেবর্মা জানিয়েছেন, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে বন্ধুর সঙ্গে বাইকে ফেরার সময় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাটি ফটিকছড়া এলাকায় এখনও টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ নিয়ে রাজনীতির জলও অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচিবকে কল্যাণী রায় এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসংগিত বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এতদূর থেকে দূরে রাখা হয়েছে এটি কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয়।

**কর্তব্যরত জিআরএস আক্রান্ত কদমতলা ব্লকে**

নিজস্ব প্রতিনিধি, চূড়াইবাড়ি, ২৭ মে। উত্তরের কদমতলা ব্লকধীন বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রমিক দ্বারা কর্তব্যরত অবস্থায় জিআরএস আক্রান্ত। জানা যায় বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে রেগার কাজ না থাকায় দুইজন ব্যক্তি পঞ্চায়েতের জিআরএস সিরাজ উদ্দিন কে প্রচণ্ড ভাবে মারধর করে। তারা হলেন জাবির হোসেন ও আজির উদ্দিন নামের দুই যুবক মারধরের ঘটনা চাউর হতেই কদমতলা ব্লগ থেকে অন্যান্য জিআরএস ও স্টাফ ছুটে যায় বাঘন পঞ্চায়েতে সেখান থেকে সিরাজ উদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালে আঙুন জ্বলতে থাকে।

ইস্টিমট আসলেই কাজ করা হবে। এই কথা বলতে না বলতেই তারা দুজন চড়াও হয় জিআরএস সিরাজ উদ্দিনের উপর এবং প্রচণ্ড ভাবে মারধর করে বলে জিআরএস সিরাজ উদ্দিনের অভিযোগ। এই ঘটনায় অন্যান্য জিআরএস রাও খুব প্রকাশ করেন। এই ভাবে পঞ্চায়েতে সিরাজ উদ্দিন কে প্রচণ্ড ভাবে মারধর করে। তারা হলেন জাবির হোসেন ও আজির উদ্দিন নামের দুই যুবক মারধরের ঘটনা চাউর হতেই কদমতলা ব্লগ থেকে অন্যান্য জিআরএস ও স্টাফ ছুটে যায় বাঘন পঞ্চায়েতে সেখান থেকে সিরাজ উদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালে আঙুন জ্বলতে থাকে।

**৬-১৫ জুন সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন : আপাতত দিন ঘোষণার অপেক্ষা**

নয়া দিল্লি, ২৭ মে (হি.স.) : ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পর আগামী ৩০ মে দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী ৩০ মে সন্ধ্যা সাতটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মোদী, ওই দিনই শপথ নিতে পারেন কয়েকজন মন্ত্রীও পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৩১ মে বৈঠকে

চলেছে নতুন মন্ত্রিসভাউ এবার শোনা যাচ্ছে, আগামী ৬ জুন থেকে শুরু হবে সপ্তদশ লোকসভা প্রথম অধিবেশন। ১৫ জুন পর্যন্তই এখন শুধুই দিন ঘোষণার অপেক্ষা। সূত্রের খবর, ৩০ মে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৩১ মে বৈঠকে বসতে চলেছে মোদী মন্ত্রিসভাউ ওই দিন ঠিক হবে কবে থেকে শুরু হবে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম অধিবেশন। সিরাজিভাবে ঘোষণা হওয়ার জন্যই শোনা যাচ্ছে, আগামী ৬ জুন থেকে শুরু হবে সপ্তদশ লোকসভা প্রথম অধিবেশন। উল্লেখ্য, ১৫ জুন পর্যন্তই ৬ জুনই লোকসভার প্রোটোম্পিকার নির্বাচিত করা হবে। এর পর ১০ জুন সদ্য নির্বাচিত সাংসদদের শপথকারী পাঠ করাবেন প্রোটোম্পিকার।

**আইনজীবি হতে চায়, অলচিকি ভাষায় রাজ্যে প্রথম কাঁকসার বিশ্বনাথ**

দুর্গাপুর, ২৭ মে(হি.স.) : আবারও অলচিকি ভাষায় উচ্চমাধ্যমিকের রাজ্যে প্রথম পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার একলব্য আদিবাসী বিদ্যালয়ের ছাত্র। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে অলচিকি ভাষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে বিশ্বনাথ মাঝি। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৭। সোমবার রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল ঘোষণা হয়। আর ফলাফল ঘোষণা হতেই উৎসব মুখর হয়ে ওঠে কাঁকসার রঘুনাথপুর একলব্য আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয়। ওই স্কুলের এবারে ৫১ জন পড়ুয়া উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল। যার মধ্যে ৪৩ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। ১২ জন পড়ুয়া স্টার পেয়েছে। রাজ্য অলচিকি ভাষায় প্রথম স্থান ছিনিয়ে নজির গড়েছে বিশ্বনাথ মাঝি। (সে অলচিকি প্রথম ভাষা) পেয়েছে ৯০, ইংরাজীতে ৮৭, এডুকেশনে ৭৪, ভূগোলে ৯৫, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ৯১, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৪ নম্বর পেয়েছে। বিশ্বনাথের বাড়ী কাঁকসার মলানদীঘি গ্রামের আন্দারতুলি গ্রামে। সে জানায়, ‘আদিবাসী সমাজে সেভাবে আইনজীবী নেই। সব থেকে বেশী লাক্ষিত, বন্ধনার

শিকার। তাই সমাজের ন্যায় বিচার দিতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করব আইনজীবী হওয়ার আদম ইচ্ছা।’ তার বাবা বাবুরাম মাঝি পেশায় ক্ষুদ্র ভাণ্ডাচাষী। যা আয় হয় কোনভাবে সংসার চলে। ছেলের আইনজীবী হওয়ার স্বপ্নে দুঃশিচা পড়েছে। তিনি জানান, ‘আইন নিয়ে পড়ানোর খরচ অনেক। কিন্তু আমাদের মত দিনমজুর পরিবারের সেই সামর্থ নেই।’ বিশ্বনাথ যষ্ঠ শ্রেণী থেকে রঘুনাথপুরের একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ইংরাজী মাধ্যম ওই বিদ্যালয়টি কেন্দ্র সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যান মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তা চলে। স্কুলের পঠনপাঠনে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। গতবছরও সীমা সোনের নামে ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে অলচিকি ভাষায় প্রথম হয়েছিল। তাছাড়া এবছরও কম্পিউটারে নজরকাড়া সাফল্য এসেছে। ১২ জুনই ৯০ এর ওপর নম্বর পেয়েছে। সম্প্রতি প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুলের ও হোস্টেলের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ গৌরব মিশ্র জানান, ‘স্কুলের পঠনপাঠনে পড়ুয়ারা খুবই ভাল। গতবছরের মতো এবারও সাফল্যের নজির গড়েছে।

**কে চন্দ্রশেখর রাও পূজো দিলেন ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে**

তিরুমলা, ২৭ মে (হি.স.) : তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও সোমবার লর্ড ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পূজা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচনে জয়ের পর সোমবার তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও লর্ড ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পূজা দেন। মন্দিরে প্রবেশের সময় মুখ্যমন্ত্রীর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান তিরুমলা তিরুমলা তিরুমলা ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পি সুধাকর যাদব, অনিলকুমার সিংহল এবং তিরুমলার জেইও কে এস ছয়ের পাঠায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

# উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন নতুন ধারায়

## রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন  
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১  
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪  
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com